

ভেড়া পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি)

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ
Training on Improved/Modern Livestock Technology
Management and Practice

প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল : ১ দিন

উপদেষ্টা

ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা
পরিচালক
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সম্পাদনায়

ডা: মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন খান
ট্রেনিং এন্ড কমুউনিকেশন স্পেশালিস্ট
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সহযোগিতায়

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) : প্রাণিসম্পদ অংগ
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।



ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ ওও প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
 প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ): প্রাণিসম্পদ অংগ
 প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
 উপজেলা : ----- জেলা : -----

প্রশিক্ষণ শিরোনাম : ভেড়া পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) খামারী/কৃষক সদস্যদের
 উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার (CIG Farmers
 Training on Improved / Modern Livestock Technology
 Management and Practice).

প্রশিক্ষণের মেয়াদ : ১ দিন।

প্রশিক্ষণের তারিখ : ----/--/--

প্রশিক্ষণের স্থান : -----

অংশগ্রহণকারী : (সিআইজি এর নাম) ভেড়া পালন সিআইজি খামারী/কৃষক

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা : ৩০ জন

প্রশিক্ষণ সূচী

সেশন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী
১ম সেশন	০৮.৩০ - ০৯.০০	প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)
	০৯.০০ - ০৯.৩০	প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)
	০৯.৩০ - ১০.৩০	ভেড়ার উন্নত জাত নির্বাচন, ভেড়া পালন পদ্ধতি ও বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
২য় সেশন	১০.৩০ - ১১.০০	চা- বিরতি	
	১১.০০ - ১২.০০	ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
৩য় সেশন	১২.০০ - ১৩.০০	ভেড়ার বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
	১৩.০০ - ১৪.০০	নামাজ ও মধ্যাহ্ন বিরতি	
৪র্থ সেশন	১৪.০০ - ১৫.০০	ভেড়ার প্রজনন, গর্ভকালীন ভেড়া ও নবজাত ভেড়ার বাচাচ পরিচর্যা; সিআইজি সদস্যদের কার্যক্রম	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
৫ম সেশন	১৫.০০ - ১৬.০০	পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা	প্রশিক্ষক (Resource Speaker)
	১৬.০০ - ১৬.৩০	চা - বিরতি	
	১৬.৩০ - ১৭.০০	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান	প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer)

অধিবেশন পরিকল্পনা

প্রশিক্ষণ শিরোনাম : ভেড়া পালন কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) খামারী/কৃষক সদস্যদের উন্নত/আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার (CIG Farmers Training on Improved / Modern Livestock Technology Management and Practice).

প্র শিক্ষ কোর্সের উদ্দেশ্য :

- ভেড়া পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সিআইজি সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করণ।
- ভেড়া খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।

প্র শিক্ষ কোর্সের প্রত্যাশা :

- প্রশিক্ষণের ফলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষক/খামারীদের দক্ষতা ব্যবধান কমবে।
- কৃষক/খামারীগণ এর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁরা নিজেরাই খামারের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে।
- কৃষক/খামারীগণ প্রশিক্ষণে লব্ধ জ্ঞান নিজ খামারে বাস্তবায়ন করে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে এবং এ বিষয়ে নন-সিআইজি কৃষক/খামারীগণকে পরামর্শ দিতে পারবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন :

এনএটিপি-২ এর আওতায় নতুন উপজেলাগুলোতে প্রতি ইউনিয়নে ০৩টি করে সিআইজি এবং প্রতি সিআইজিতে ৩০জন খামারী/কৃষক সদস্য রয়েছে। যে কোন একটি সিআইজি-এর এই ৩০ জন সদস্যকে একত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা সুনির্দিষ্ট ফরমে নিজেদের নাম নিবন্ধন করবেন। এ জন্য প্রশিক্ষণ শুরুর আগে প্রশিক্ষণ সংগঠক (Training Organizer) নাম নিবন্ধন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণের জন্য অভীষ্ট দল : ৩০ জন সিআইজি খামারী/কৃষক সদস্য।

নাম নিবন্ধন এর লক্ষ্য :

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করা যাতে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে পরিচিতি ঘটে এবং কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী :

ব্যানার, নিবন্ধন ফরম, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন :

- প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুর আগে সকল প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহন।
- প্রশিক্ষণ সংগঠক/ইউএলও উদ্বোধন অনুষ্ঠান এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
- সভাপতির অনুমতিক্রমে যথানিয়মে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুকরণ।

কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ সংগঠক যা আলোচনা করবেন :

১. প্রশিক্ষণ শুরু করার সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের জন্য আহ্বান জানাবেন। এ পর্যায়ে সিআইজি সদস্যগণ নিজের নাম ও কোন গ্রামে থেকে এসেছেন জানিয়ে পরিচিত হবেন।

২. পরিচিতি পর্ব শেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক তাঁর স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। তিনি বক্তব্য প্রদানের সময় সংক্ষিপ্তভাবে এনএটিপি-২ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করবেন।

- বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক, ইফাদ ও ইউএসএআইডি এর আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে দেশের ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলায় ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম - ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- এনএটিপি-২ এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে - প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারী/কৃষকদের খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উপাদিত পণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রাপ্তিতে বাজারে প্রবেশাধিকারে তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ পরিচালনায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- এ জন্য প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের নির্মিত ভবনে দুইটি কক্ষ নিয়ে FIAC গঠন করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে FIAC সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এর CEAL-কে উপস্থিত সিআইজি সদস্যগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্তি করণ :

- উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে এক জনকে এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে এক জনকে বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।
- সিআইজি সদস্যদেরকে অত্র প্রশিক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান ও প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে খামারের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ পূর্বক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্তিকরণ।

১ম সেশন :

ভেড়ার উন্নত জাত নির্বাচন, ভেড়া পালন পদ্ধতি ও বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সেশনে যা আলোচনা করা হবে :

ভেড়ার উন্নত জাত নির্বাচন

- উন্নত জাতের ভেড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা : বাংলাদেশে যে সকল ভেড়া পাওয়া যায় এরা মূলত দেশী জাতের ভেড়া। কৃষি পরিবেশগত অবস্থান অনুসারে বাংলাদেশে ৩ (তিন) ধরনের ভেড়া পাওয়া যায়-

১. বরেন্দ্র এলাকার ভেড়া
২. যমুনা অববাহিকার ভেড়া
৩. উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া

বরেন্দ্র এলাকার ভেড়া :

- এ জাতের ভেড়া রাজশাহী, চাঁপাইনগড়াগঞ্জ, নওগাঁ ও নাটোর এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়।
- এদের মুখমণ্ডল ও পা এর রং কালচে খয়েরী
- সাধারণত মুখে, পায়ে ও পেটে কোন উল নেই
- এদের উল বছরে ২-৩ বার কাটা যায় এবং প্রতি বারে ০.৫-০.৮ কেজি উল উৎপন্ন হয়
- উল মোটা এবং বুনন ক্ষমতা কম
- গায়ের রং সাদা, খয়েরী বা এর মিশ্রণ
- ভেড়া শিংযুক্ত কিন্তু ভেড়ী শিংবিহীন, শিং এর রং সাধারণত কাল

- ভেড়া ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়, ১০-১২ মাস বয়সেই বাচ্চা দেয় এবং বছরে দু'বার বাচ্চা দেয় এবং গর্ভকাল ১৪৫-১৪৮ দিন
- প্রতি বারে ১-৩টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চার গড় মৃত্যুর হারও কম (৫%)
- একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ওজন ২২-৩০ কেজি এবং ভেড়ীর ওজন ১৫-২৫ কেজি
- পর্যাপ্ত খাবার এবং উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দৈনিক ৫০-৭০ গ্রাম হারে ওজন বৃদ্ধি পায়।

যমুনা অববাহিকার ভেড়া

- এ জাতের ভেড়া টাঙ্গাইল, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ বগুড়া, গাইবান্ধাসহ যমুনা অববাহিকা এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়।
- এদের গায়ের রং সাদা, হালকা থেকে গাঢ় বাদামী, কালচে খয়েরী, সাদা-কালো মিশ্রিত হতে দেখা যায়
- এদের মুখ খয়েরী, চোয়ালের দু'পাশ সাদাটে বাদামী
- এদের সাধারণত মুখে, পায়ে ও পেটে কোন উল নেই
- ভেড়া তুলনামূলক বড় ও পেঁচানো শিংযুক্ত কিন্তু ভেড়ী শিংবিহীন
- উল লম্বায় ছোট এবং মোটা এবং বছরে ২ বার কাটা যায় এবং প্রতি বারে ০.৪-০.৬ কেজি উল উৎপন্ন হয়
- ভেড়া ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়, ১০-১২ মাস বয়সেই বাচ্চা দেয় এবং বছরে দু'বার বাচ্চা দেয় এবং গর্ভকাল ১৪৫-১৪৮ দিন
- প্রতি বারে ২-৩টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চার গড় মৃত্যুর হারও কম (৫%)
- একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ওজন ১৮-২৫ কেজি এবং ভেড়ীর ওজন ১২-২২ কেজি
- এই ভেড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে এরা তুলনামূলকভাবে বরেন্দ্র এলাকার ভেড়ার তুলনায় ছোট এবং আর্দ্র সঁয়াত-সঁয়াতে পরিবেশে বেশী অভ্যস্ত
- পর্যাপ্ত খাবার এবং উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দৈনিক ৩০-৫০ গ্রাম হারে ওজন বৃদ্ধি পায়।

উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া

- এ জাতের ভেড়া পটুয়াখালী, ভোলা, হাতিয়াসহ নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও লক্ষ্মীপুরের উপকূলীয় চরাঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।
- এ ধরনের ভেড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট হলো এরা উপকূলীয় লোনা সঁয়াত সঁয়াতে চারণ ভূমিতে চরে অভ্যস্ত
- এদের গায়ের রং সাধারণত সাদা বা হালকা থেকে গাঢ় বাদামী রং এর হয়ে থাকে
- এদের সাধারণত মুখে, পায়ে ও পেটে কোন উল নেই
- কান তুলনামূলকভাবে ছোট
- ভেড়ার শিং তুলনামূলক বড় ও রং বাদামী যা ভেড়ার পিছনের দিকে বাঁকানো, কিন্তু ভেড়ী শিং বিহীন থাকে।
- বরেন্দ্র ও যমুনা অববাহিকার ভেড়ার চেয়ে এদের উল তুলনামূলকভাবে মিহি ও লম্বা। এদের উল বছরে ২-৩ বার কাটা হয়।
- ভেড়া ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়, ১০-১২ মাস বয়সেই বাচ্চা দেয় এবং বছরে দু'বার বাচ্চা দেয় এবং গর্ভকাল ১৪৫-১৪৮ দিন
- প্রতি বারে ২-৩টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চার গড় মৃত্যুর হারও কম (৫%)

- একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ওজন ১৮-২৫ কেজি এবং ভেড়ীর ওজন ১২-২২ কেজি
- এই ভেড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা তুলনামূলকভাবে বরেন্দ্র এলাকার ভেড়ার তুলনায় ছোট এবং আর্দ্র সঁয়াত-সঁয়াতে পরিবেশে বেশী অভ্যস্ত
- পর্যাপ্ত খাবার এবং উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দৈনিক ৩০-৫০ গ্রাম হারে ওজন বৃদ্ধি পায়।

ভেড়া পালন পদ্ধতি :

ভেড়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে পালন করা যেতে পারে। নিম্নে কিছু পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

১. আধা নিবিড় সাবসিসটেন্স খামার পদ্ধতি-

- আমাদের দেশে সর্বত্র এ পদ্ধতিতে সারা বছর ভেড়া পালন করা হয়
- খামারীগণ এককভাবে বা গরু/ছাগলের সাথে ২-৬ টি পর্যন্ত ভেড়া পালন করে থাকেন
- এ পদ্ধতিতে ভেড়া সারা দিন মাঠে/সড়ক পাড়ে/ফল বাগানে ইত্যাদি স্থানে চরে বেড়ায়ে ঘাস খায় এবং সকালে ও সন্ধ্যায় সামান্য কুড়া, ভূষি, চাল ভাঙ্গা, টাটকা ভাতের মাড় খেতে দেয়া হয়
- রাতে ভেড়াকে গরু/ছাগলের সাথে একই ঘরে রাখা হয়

২. সম্পূর্ণ ছেড়ে পালন করা ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক খামার পদ্ধতি-

- এ পদ্ধতিতে সাধারণত ১৫-৪০টি ভেড়া পালন করা হয়
- এ পদ্ধতিতে খামারীগণ অনেকটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভেড়া পালন করে থাকেন
- তবে এ পদ্ধতিতেও ভেড়ার জন্য কোন খাদ্য পরিকল্পনা নেয়া হয়না
- সাধারণত মাঠে/ফলের বাগানে, রাস্তার ধারে ভেড়া এককভাবে অথবা গরু/ছাগলের সাথে চরিয়ে ঘাস খেয়ে তার পুষ্টি যোগায়
- কোন কোন ক্ষেত্রে খামারীগণ শুধু গর্ভবতী/দুগ্ধবতী ভেড়াকে কিছু চাউলের কুড়া, গম/ডালের ভূষি, চালভাঙ্গা, ভাতের মাড় খেতে দেয়
- ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ভেড়াগুলো অপুষ্টিতে ভোগে
- সাধারণত ভেড়াকে কোন কৃষি নাশক দেয়া হয় না
- রাতে ভেড়াকে গরু/ছাগলের এর সাথে একই ঘরে রাখা হয়

৩. বরেন্দ্র এলাকার আধা নিবিড় বাণিজ্যিক খামার পদ্ধতি-

- এ পদ্ধতিতে খামারে বছরে সময়ভেদে ৫০-১৫০টি ভেড়া পালন করা হয়।
- সাধারণত উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্র এলাকায় এ ধরনের ভেড়া পালন করা হয়।
- সাধারণত আমন ধান এবং রবিশস্য কাটার পর মাঠে চরে বেড়ায় এবং বরা ধান/ছোলা/খেসারী বা অন্যান্য বরা ফসল এবং নতুন গজানো ঘাস খেয়ে থাকে।
- এ সময়ে এদের কে বাড়তি কোন খাদ্য সরবরাহ করা হয় না।
- বর্ষাকালে নিচু জায়গা পানিতে ডুবে গেলে রেল লাইন, আম বাগান, লিচু বাগান, রাস্তার পাড়ে চরাণো হয়।
- এই আপদকালীন সময়ে এদেরকে শুকনা খড়, ঘমের ভূষি, চালের কুড়া এবং বৃষ্টি-বাদল হলে গাছের পাতা বা ঘাস সরবরাহ করা হয়।
- এ ধরনের খামারে ভেড়াকে বছরে সাধারণত ২ বার কৃষি নাশক ঔষধ খাওয়ানো হয়।

৪. উপকূলীয় চরে সম্পূর্ণ ছেড়ে ভেড়া পালন পদ্ধতি-

- এ পদ্ধতিতে ছোট খামারে ১০-৫০টি ভেড়া এবং বড় খামারে ২০০-৩০০টি ভেড়া পালন করা হয়
- চরাঞ্চলে গজানো দূর্বা ঘাস, লতা-পাতা ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ঘাস ভেড়ার মূলত পুষ্টির উৎস
- তবে এসব এলাকায় লবন ও চিংড়ী চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভেড়া পালন এ এলাকায় ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।

- মহিষ ও গরুর সাথে সাধারণত এখানকার ভেড়া চড়ে বেড়ায় । এক বা দু'জন রাখাল তাদের তল্লাবধানে থাকে ।
- তাদেরকে জোয়ারের সময় ও রাতে উঁচু যায়গায় নিয়ে অবস্থান করা হয় ।
- এদেরকে পৃথকভাবে কোন ঘাস বা দানাদার খাদ্য দেয়া হয় না । চরের কর্দমাক্ত ঘাস খেয়েই এরা বেড়ে উঠে । ফলে এরা প্রায়ই অপুষ্টিতে ভোগে ।

৫. নিবিড় ভেড়া পালন পদ্ধতি-

- এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় খামার পদ্ধতিতে ভেড়া পালন করা হয় । এ পদ্ধতিতে ভেড়া পালনে ভেড়ার সেড ও ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে খামারে ভেড়ার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ।
- এ পদ্ধতিতে খামার ব্যবস্থাপনায় ভেড়াকে নিয়ামত কাঁচা ঘাস, প্রক্রিয়াজাত খড় ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয় ।
- এ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র খামারের জন্য সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ঘাস যথেষ্ট হয়, তবে বৃহৎ খামারের জন্য উচ্চ ফলনশীল ঘাস চাষের প্রয়োজন হয় ।
- এ ধরনের খামারে সুষ্ঠু খাদ্য, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও আবাসন ব্যবস্থা করতে হয় । তাছাড়া খামারের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও জৈব নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব দেয়া একান্ত জরুরী ।

২য় সেশন :

ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা সেশনে যা আলোচনা করা হবে :

আমাদের দেশের ভেড়াকে সাধারণত ছেড়ে পালা হয় এবং এদের স্বাস্থ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না । ফলে এদের নিকট থেকে আশানুরূপ উৎপাদনও পাওয়া যায় না । অথচ ভেড়াকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস, পরিমিত প্রক্রিয়াজাত খড়, দানাদার খাদ্য, পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিস্কার পানি সরবরাহ এবং গরু-ছাগল থেকে পৃথক আবাসন ব্যবস্থা, নিয়মিত কৃমিনাশক চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হলে এদের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যায় ।

খাদ্য উপকরণে যে পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে তাকে সে জাতীয় খাদ্য বলে । যেমন-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাওন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুঁষি, ইত্যাদি) ।
- আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিলখৈল, শুটকিমাছ, মিটমিল, ইত্যাদি) ।
- চর্বি জাতীয় খাদ্য (এনিমেল ফ্যাট , ভেজিটেবল অয়েল, সার্কলিভার ওয়েল, ইত্যাদি) ।
- ভিটামিন জাতীয় খাদ্য (শাকসব্জি ও কৃত্রিম ভিটামিন)
- খনিজ জাতীয় খাদ্য (বিনুক , ক্যালশিয়াম ফসফেট, রকসল্ট, লবন, ইত্যাদি) ।
- পানি : দেহ কোষে শতকরা ৬০- ৭০ ভাগ পানি থাকে । তাই কোন প্রাণী খাদ্য না খেয়েও কিছু দিন বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া সামান্য কিছু দিনের বেশী বাঁচে না ।
 - সাধারণত দেহ থেকে পানির ক্ষয় হয় মলমূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ।
 - অপরদিকে পানি আহরিত হয় পানি পান করে, রসালো খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহের ভিতর বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ।
 - দেহের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত ।
 - প্রাণির দেহে পানির কাজ :
 - খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য বস্তু নরম ও পরিপাকে সহায়্য করে ।
 - খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টি উপাদান তরল করে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহণ করে ।
 - দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও দেহকে সতেজ রাখে ।

- দেহের ভিত্তিতে দূষিত পদার্থ অপসারণ করে।
- দেহের গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস, হরমোন, এনজাইম এবং রক্ত গঠনে ভূমিকা রাখে।

প্রাণির খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন :

- আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য, যেমন : খড় , সবুজ ঘাস বা কাঁচা ঘাস, ইত্যাদি
- দানাদার জাতীয় খাদ্য, যেমন : চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, চাউলের ক্ষুদ, খেসারি ভাঙ্গা, তিল বা বাদাম খৈল, ইত্যাদি
- সহযোগী অন্যান্য খাদ্য যেমন : খনিজ উপাদান, ভিটামিন ইত্যাদি।
- সাধারণত ১৫-২০ কেজি ওজনের বয়স্ক ভেড়ার জন্য দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি সবুজ/কাঁচা ঘাস খাওয়ানোর প্রয়োজন
- প্রতিটি ভেড়াকে দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম মিশ্রিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে
- ভেড়াকে দানাদার খাদ্য হিসাবে সাধারণতঃ চাল, গম, ভূট্টা ভাংগা, চালের কুড়া, গমের ভূষি, খৈল, মাসকলাই/খেসারী কলাই, ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়
- ভেড়াকে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন।
- এক কেজি মিশ্রিত দানাদার খাদ্য প্রস্তুতে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ

- গম/ভূট্টা/চাল ভাঙ্গা	৩০০ গ্রাম
- চালের কুড়া	৩০০ গ্রাম
- ডালের ভূষি/গমের ভূষি	২০০ গ্রাম
- খৈল (তিল/সোয়বিন/সরিষা)	১৫০ গ্রাম
- বিনুক গুড়া	২০ গ্রাম
- লবণ	৩০ গ্রাম

মোট = ১০০০ গ্রাম
- উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভেড়াকে ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো প্রয়োজন।
ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করতে বিভিন্ন উপকরণের পরিমাণ -

- ২-৩ ইঞ্চি করে কাঁটা খড়	১ কেজি
- চিটাগুড়	২২০ গ্রাম
- ইউরিয়া	৩০ গ্রাম
- পানি	৬০০ মি.লি

কিভাবে ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় (ইউ.এম.এস) প্রক্রিয়াজাত করণ করতে হবে :

ইউ.এম.এস তৈরীর প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ.এম.এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। খড় ভিজা বা মোলাসেস পাতলা হলে উভয়ের পরিমাণই বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে। এর পর পানিতে ইউরিয়া ও চিটাগুড় মিশিয়ে উহা ভালভাবে খড়ের সাথে মিশাতে হবে। পানি বেশী হলে দ্রবণটুকু খড় চুষে নিতে পারবে না আবার কম হলে দ্রবণ ছিটানো সমস্যা হবে। শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে, এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয়।

এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলেই ইউ.এম.এস প্রাণিকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে ভেড়াকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরী খড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোন অবস্থাতেই খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা উচিত নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস এর পরিমাণ কমতে থাকবে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়াকে দৈনিক ৫০০-৮০০ গ্রাম পর্যন্ত ইউরিয়া-মোলাসেস প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে। তবে ভেড়াকে প্রথম অবস্থাতেই উক্ত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য একবারে দেয়া যাবে না। প্রাথমিকভাবে দৈনিক অল্প অল্প করে প্রক্রিয়াজাত খড় সরবরাহ করে ৩/৪ দিনের মধ্যে উক্ত খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে। এর পর থেকে ভেড়াকে দৈনিক পূর্ণ মাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে সুবিধা :

- ইউ.এম.এস ৬ মাসের উর্ধ্বে ভেড়া থেকে শুরু করে দক্ষবতী ও গর্ভবতী ভেড়াকে তাদের চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।
- শুধু ইউ.এম.এস খাওয়ালেও ভেড়ার ওজন বৃদ্ধি পায়।
- যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, বিধায় বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা মত খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন।
- যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, তাই প্রাণির বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা মত খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন। তবে প্রক্রিয়াজাত খড় তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যাবে না। কেননা তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করলে উহার গুণগত মান কমে যাবে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে অসুবিধা

- ইউ.এম.এস পদ্ধতিতে ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানোর তেমন কোন অসুবিধা নেই। তবে ছয় মাসের কম বয়সের ছাগলকে ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়াতে সাবধনতা অবলম্বন :

- ইউ.এম.এস তৈরী করার সময় অবশ্যই ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে।
- ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ইউ.এম.এস এর গঠন পরিবর্তন করলে কাংশিত ফল পাওয়া যাবে না।

ভেড়ার জন্য ঘাস চাষ :

- ঘাস সরবরাহের জন্য বিভিন্ন জাতের দেশী ঘাস খাওয়ানো যায়।
- ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, খেসারী, মাসকলাই, দুর্বা, বাকসা ইত্যাদি দেশী ঘাসগুলো বেশ পুষ্টিকর।
- উচ্চ ফলনশীল নেপিয়ার, স্পেনাডিজা, এন্ড্রো পোগন, পিকাটুইস ইত্যাদি ঘাস আবাদ করা যেতে পারে।

৩য় সেশন

ভেড়ার বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সেশনে যা আলোচনা করা হবে :

ভেড়ার রোগ বালাই কম হলেও ভেড়ার তাপ সংবেদনশীল প্রাণী। অল্পতেই এদের ঠান্ডাজনিত অসুখ হতে পারে। তাই ভেড়ার বাসস্থান এর বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

ভেড়ার বাসস্থান :

খামার ব্যবস্থাপনায় ভেড়া পালন লাভজনক করতে হলে ভেড়ার জন্য পৃথক বাসস্থানের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মাঁচায় বাসস্থান নির্মাণ করা যেতে পারে। বাসস্থানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বাসস্থান নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। ভেড়া বাসস্থানের জন্য অন্যান্য করণীয় :

- ভেড়ার জন্য মাঁচার ঘর সবসময়েই অধিক উপযোগী
- ভেড়ার ঘর শুষ্ক, উঁচু ও পানি জমে না এরূপ স্থানে নির্মাণ করা প্রয়োজন
- ঘরে প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা ও ঘরের মেঝে সবসময়ে শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি এবং দক্ষিণ দিক খোলা স্থানে ভেড়ার ঘর নির্মাণ করতে হবে
- বাসস্থানের অন্য তিন দিকে ঘেরা পরিবেশ থাকবে যেখানে কাঁঠাল, ইপিল ইপিল গাছ বা ছাগলকে গাছের পাতা খাওয়ানো যায় এমন ধরণের গাছ লাগাতে হবে।
- একটি পূর্ণ বয়স্ক ভেড়ার জন্য ১.০ থেকে ১.৫ বর্গ মিটার বা ১০ থেকে ১৫ বর্গ ফুট এবং বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য ০.৩ থেকে ০.৮ বর্গ মিটার বা ৩ থেকে ৮ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন
- মাঁচায় ভেড়ার ঘর নির্মাণ :
 - ভেড়ার ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাঁচা তৈরি করে তার উপর ছাগল রাখতে হবে।
 - ভেড়ার ঘরের মাঁচার উচ্চতা ১.০০ মিটার বা ৩.৩৩ ফুট এবং মাঁচা থেকে ছাদের উচ্চতা ১.৮-২.৪ মিটার বা ৬-৮ ফুট হবে।
 - গোবর ও চনা পড়ার জন্য ছাগলের ঘরের মেঝেতে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ সে.মি. ফাকা রাখতে হবে।
 - মাঁচার নিচ থেকে সহজে গোবর ও চনা সরানোর জন্য ঘরের মাঝ বরাবর উঁচু থাকবে যাতে করে দুই পার্শ্বে ঢালু রাখা যায়
 - ঘরের মেঝে মাটির হলে সেখানে পর্যাপ্ত বালি মাটি দিতে হবে
 - বৃষ্টিতে ভেড়ার ঘরে যাতে সরাসরি পানি না ঢেকে সে ব্যবস্থা নিতে হবে
 - শীত কালে রাতের বেলায় মাঁচার উপরের দেয়ালে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন ভেড়ার ঠান্ডা না লাগে।

ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় যে সকল বিষয়ে আলোচনা করতে হবে :

ভেড়ার বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার :

আমাদের দেশী জাতের ভেড়া আকারে ছোট, তবে এদের রোগবালাই কম হয়। অন্যদিকে সংকর জাতের ভেড়া আকারে বড় হয়, তবে এদের প্রজনন রোগ (Abortion) বেশী হয়। সাধারণত ভেড়ায় পিপিআর রোগ কম হয়। এরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কৃমি, শর্দি-কাঁশি, নিউমিনিয়ায় বেশী ভোগে। বর্ষাকালে এদের বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশী এবং শুষ্ক মৌসুমে বাচ্চার মৃত্যুর হার কম হয়ে থাকে। বয়স্ক ভেড়া অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং মৃত্যুর হার অনেক কম হয়। সংক্রামক রোগের মধ্যে ব্রুসিলোসিস প্রধান। তবে অন্যান্য রোগও হয়ে থাকে।

ভেড়ার সুস্থতার লক্ষণ

- ভেড়া দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করবে। কোন ভেড়া অসুস্থ হলে সেটি দল থেকে সরে ধীরে ধীরে চলে বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।
- সুস্থ ভেড়া এক মনে খাদ্য গ্রহণ করে।
- সুস্থ ভেড়ার মাথা শরীরের সাথে সমান্তরালভাবে থাকে এবং সবসময়ে সাবলীল ভঙ্গিতে চলাফেরা করে।
- ভেড়ার নাক ও চোখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, অর্থাৎ এতে কোন ময়লা লেগে থাকবে না।
- সুস্থ ভেড়া কোন রকম খুঁড়িয়ে হাটবে না।
- সুস্থ ভেড়ার পায়খানা দানাদার হবে এবং পায়ুপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।
- দুধের বাঁট এবং ওলান নরম ও স্পঞ্জের মত থাকবে, কোন প্রকার দানা বা শক্ত কিছু থাকবে না।
- ভেড়ার কাছে কোন আগন্তক এলে সুস্থ ভেড়া সাবলীল ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে তাকাবে এবং কিছুক্ষণ পর পুণরায় খাদ্য গ্রহণ শুরু করবে।

ভেড়ার নিম্নে বর্ণিত রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে -

- ❖ পিপিআর
- ❖ ব্রুসিলোসিস
- ❖ ক্ষুরা
- ❖ একথাইমা
- ❖ নিউমোনিয়া
- ❖ কৃমি
- ❖ পেটের পীড়া

তবে আমাদের দেশে ভেড়ার মূলত পিপিআর, নিউমোনিয়া ও কৃমিতে বেশী আক্রান্ত হয়। এ সম্পর্কে আলোচনা :

ভেড়ার পিপিআর :

রোগের উৎস : - অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে পিপিআর হতে পারে।

রোগের লক্ষণ : - পিপিআর রোগ হলে ভেড়া পিঠ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে থাকে।
- নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল পদার্থ বের হতে থাকে।
- শরীরের তাপ বেড়ে যায় এবং পাতলা পায়খানা হয়।

চিকিৎসা : - এ রোগের চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায় না।
- তবে পানি স্বল্পতা পূরণের জন্য স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- ভেড়াকে পাঁচ মাস বয়সে পিপিআর টীকা দিতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তিন বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

ভেড়ার নিউমোনিয়া :

রোগের উৎস : - সাধারণত বর্ষাকাল ও স্যাঁত স্যাঁতে আবহওয়ায় এ রোগ হতে দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ : - ভেড়ার এ রোগ হলে প্রথমে ঠাণ্ডা ও পরে জ্বর হবে।

- নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বের হতে থাকে।
- শরীরের তাপ বেড়ে যাবে এবং ঘন শ্লেষ্মা হওয়ায় শ্বাস ফেলতে কষ্ট হবে।

চিকিৎসা : - এ রোগ চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়।

- পরিস্কার, শুষ্ক, মুক্ত বায়ু চলাচল উপযোগি বাসস্থান হতে হবে।
- ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভেড়ার কৃমি রোগ :

রোগের উৎস : - চারণ ভূমি, খাদ্য এবং পানির মাধ্যমে কৃমি রোগ বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ : - ভেড়ার এ রোগ হলে স্বাস্থ্যহানি হয়।

- শরির দুর্বল ও রক্ত স্বল্পতা দেখা দেবে।
- প্রজনন কম বা বিলম্ব হবে।
- ভেড়ার ডায়রিয়া হতে পারে।

চিকিৎসা : - এ রোগ চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়।

- পরিস্কার, শুষ্ক, মুক্ত বায়ু চলাচল উপযোগি বাসস্থান হতে হবে।
- ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভেড়ার রোগ প্রতিকারে নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন :

- ভেড়ার সংক্রামক রোগের টিকা প্রদান-
 - স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে সুস্থ ছাগলের জন্য একথাইমা রোগের ভ্যাকসিন জন্মের ৩য় দিন ১ম ডোজ এবং ২য় ডোজ জন্মের ১৫-২০ দিন পর দিতে হবে।
 - ৩ মাস বয়সে ভেড়াকে ক্ষুরা রোগের টিকা দিতে হবে।
 - ৪ মাস বয়সে পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন দিতে হবে।
- সব ভেড়াকে বছরে দু'বার (বর্ষার শুরু এবং শীতের শুরুতে) কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।
- প্রাণির চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য যথাসময়ে ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থিত FIAC এ গিয়ে সিল (CEAL) এর সহায়তা অথবা উপজেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালে গিয়ে Veterinary Doctor এর পরামর্শ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ।

৪র্থ সেশন

ভেড়ীর প্রজনন, গর্ভকালীন ভেড়ী ও নবজাত ভেড়ীর বাচ্চার পরিচর্যা সেশনে যা আলোচনা করা হবে :

ভেড়ী প্রজনন ও গর্ভবতী ভেড়ীর পরিচর্যা :

- ভেড়ী গরম হওয়ার লক্ষণ :
 - ভেড়ী গরম হলে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লেজ বাঁকিয়ে রাখে এবং ঘন ঘন লেজ নাড়ে
 - ভেড়ীর যোনীদ্বার দিয়ে সাদাটে মিউকাস বের হবে
 - ভেড়ীর খাওয়া-দাওয়া কমে যাবে, ডাকা-ডাকি করে
 - অন্যান্য প্রজাতির যেমন ছাগল/গাভী/মহিষ গরম হলে অন্য ছাগল/গাভী/মহিষ এর উপর লাফ দেয়, ভেড়ীর ক্ষেত্রে এ ধরনের স্বভাব সাধারণত দেখা যায় না।
- ভেড়ী গরম থাকার সময় ২০-৩৬ ঘন্টা। উক্ত সময়ের মধ্যে ভেড়ীকে পাল না দিলে ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে।

- সাধারণত আমাদের দেশী জাতের ভেড়া ১২-১৫ মাসে প্রথম বাচ্চা দেয় এবং প্রতি বারে ২-৩ টি বাচ্চা দেয় এবং বছরে দু'বার বাচ্চা দেয়।
- অনেক সময়ে প্রসব পরবর্তী ২-৩ মাস প্রজনন করা হয় না, সে ক্ষেত্রে প্রসব বিরতিকাল ৭-৮ মাস পর্যন্ত হয়ে যায়
- সংকর জাতের ভেড়া প্রতি বারে ১-২টি বাচ্চা দেয় (দেশী জাতীয় ভেড়ার সংঙ্গে সাধারণত পশ্ববর্তী দেশের ভেড়ার সংকরায়ন করা হচ্ছে)।
- সংকর জাতের ভেড়া প্রজনন রোগে বেশী অক্রান্ত হয় এবং এদের পুনঃ প্রজনন ও গর্ভপাত এর (Abortion) হার বেশী হয়।
- সাধারণত পালের ভেড়া দিয়েই ভেড়ীকে পাল দেয়া হয়, ফলে খামারে আন্তঃ প্রজনন (Inbreeding) জনিত সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে
- প্রজননের সময় কম বয়সের পাঠীকে কম বয়সের পাঠার সাথে পাল দেয়া যাবে না। যদি পাল দেয়া হয় তখন এধরণের ভেড়ীর বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশী হবে,
- প্রজননের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন, বিশেষ করে গর্ভধারণের শেষ দু'মাসে যখন গর্ভস্থ বাচ্চা দ্রুত বৃদ্ধি পায় তখন গর্ভবতী মায়ের প্রচুর পুষ্টির খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- গর্ভবতী ভেড়ীর দানাদার মোট খাদ্যকে সমান দুই ভাগ করে সকালে ও বিকালে সরবরাহকরণ,
- গর্ভবতী ভেড়ীর খাদ্যে হঠাৎ পরিবর্তন আনা যাবে না, যেমন গর্ভবতী ভেড়ী কাঁচা ঘাসে অভ্যস্ত থাকলে তাকে হঠাৎ ইউ.এম.এস দেয়া ঠিক হবে না,
- সময়মত ফুল (Placenta) পড়লে তখন সাথে সাথে তা সরিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

নবজাত ভেড়ীর বাচ্চার পরিচর্যা

- প্রসবের পর পরই নবজাত বাচ্চার মুখমণ্ডল হতে পিচ্ছিল জাতীয় পদার্থ বা ময়লা পরিস্কারকরণ,
- পায়ের ক্ষুর ও নাভী কাটার পর সেখানে জীবানুনাশক ঔষধ দিয়ে মুছে দেয়া,
- বাচ্চাকে মায়ের সামনে রাখতে হবে, যাতে মা সহজে বাচ্চাকে চেটে পরিস্কার রাখতে পারে,
- ভেড়ীর নবজাত বাচ্চাকে দ্রুত (জন্মানোর আধ ঘন্টার মধ্যে) শাল দুধ খাওয়াতে হবে,
- ভেড়ীর বাচ্চা ঠাণ্ডায় কাতর, সে জন্য ভেড়ীর বাচ্চার শীত নিবারণের ব্যবস্থা করতে হবে,
- বাচ্চা প্রসবের পর ছাগল/ভেড়াকে প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ২ গ্রাম লবন মিশ্রিত পানি ২-৩ লিটার পর্যন্ত পান করলে বাচ্চা প্রসবের ধকল কমে আসে,
- এ সময়ে প্রসবকৃত ভেড়ীকে টাটকা জাউভাতসহ ভাল ঘাস সরবরাহ করতে হবে,
- বর্ষাকালে ভেড়ার বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশী, তাই বর্ষাকালে বাচ্চ ভেড়ার বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

সিআইজি এর কার্যক্রম :

১. কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (CIG) হচ্ছে কিছু সংখ্যক কৃষক বা খামারীদের নিয়ে এমন একটি সংগঠন যাদের জীবিকা নির্বাহে মূখ্য কর্মকাণ্ড সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এদের অধিকাংশ সদস্য একই আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পন্ন ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে।
২. এনএটিপি-২ প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি প্রাণিসম্পদ CIG গঠন করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি CIG-তে ৩০ জন কৃষক বা খামারী সদস্য রয়েছে। এদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক

খামারী ৮০% এবং বড় ও মাঝারীসহ অন্যান্য খামারী ২০% সদস্য থাকতে পারবেন। উপজেলার মোট সিআইজি এর মধ্যে নারী সদস্যদের সংখ্যা হবে ন্যূনতম ৩৫%।

৩. CIG পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা করার জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে। গোপন ভোটে বা সমঝোতার ভিত্তিতে কমিটি গঠিত হবে। এজন্য ৭ (সাত) দিন পূর্বে একটি সভা অনুষ্ঠানের জন্য স্থান, সময় ও তারিখ উল্লেখ পূর্বক নোটিশ প্রদান করতে হবে।
৪. নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ হবে :

১) সভাপতি	-	১ জন
২) সহ-সভাপতি	-	১ জন
৩) সম্পাদক	-	১ জন
৪) কোষাধ্যক্ষ	-	১ জন
৫) সদস্য	-	৫ জন

উক্ত কমিটির নাম জনগণের দেখার জন্য কমিটির তালিকা একটি উন্মুক্ত স্থানে টানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সহযোগিতা প্রদান করবেন। কমিটির মেয়াদ হবে ২ বছর। কমিটি গঠন সংক্রান্ত রেজুলেশন রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরবর্তীতে মাসিক ও বিশেষ সভার রেজুলেশন উক্ত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

CIG নির্বাহী কমিটির প্রধান প্রধান কার্যাবলী :

CIG গঠন ও ব্যবস্থাপনা হলো কমিউনিটি মোবাইলাইজেশনের একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে CIGগুলো নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নত বাজার ব্যবস্থাপনা, মাইক্রোপ্লান প্রণয়ন ইত্যাদি সম্পাদনে সক্ষমতা অর্জন করবে। UEFT তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। CIG নির্বাহী কমিটির প্রধান প্রধান কার্যাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো :

১. নির্বাহী কমিটি CIG সদস্যদেরকে মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং স্থানীয় যে কোন একটি তফসিলি ব্যাংকে CIG এর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ জমা করবে। সে সঙ্গে সদস্যদের মাসিক সঞ্চয় এর টাকা একটি পৃথক রেজিষ্টারে রেকর্ডভুক্তি করে হিসাব সংরক্ষণ করবে। CIG সদস্যগণ মাসিক সঞ্চয়ের হার বা পরিমাণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেবেন।
২. নির্বাহী কমিটি CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ ও মজুদ অর্থ ব্যবহারে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন।
৩. নির্বাহী কমিটি সমবায় দপ্তরে CIG নিবন্ধন (CIG Registration) করে CIG-কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের এর ব্যবস্থা নেবেন।
৪. নির্বাহী কমিটি প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে CIG সদস্যদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উহা সমাধানে প্রতি বৎসর প্রযুক্তি প্রদর্শনী গ্রহণ, গবাদি প্রাণি-হাঁস-মুরগীর কৃমিণাশক ও টিকা প্রদানের ক্যাম্পিং, ইত্যাদি বাস্তবায়নে সিআইজি মাইক্রোপ্লান প্রণয়ন ও তা উপজেলা সম্প্রসারণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্তে Community Extension Agent for Livestock (CEAL) এর নিকট প্রেরণ করতে হবে।
৫. উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে CIG সদস্যগণ প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি নিজ নিজ খামারে ব্যবহার করবেন এবং প্রত্যেক CIG সদস্য উক্ত প্রযুক্তি নিজ খামারের পার্শ্ববর্তী কমপক্ষে ৩(তিন) জন নন-সিআইজি কৃষক/খামারীকে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন (পরবর্তীতে উন্নত প্রযুক্তিব্যবহার বিষয়ে নন-সিআইজি কৃষক/খামারীদেরকেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে)।

৬. নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারকারী সিআইজি ও নন-সিআইজি সকল সদস্যদের নাম, ঠিকানা এবং উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে ও পরে উৎপাদনের রেকর্ড একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।
৭. CEAL এর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করে সিআইজি সদস্যদের প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধান করবেন।
৮. CEAL সদস্যদের সহযোগিতায় বিভিন্ন উপকরণ যেমন প্রাণি খাদ্য, মুরগির বাচ্চা, বিভিন্ন সংক্রামক/মারাত্মক রোগের টিকা, উন্নতজাতের ঘাসের কাটিং ইত্যাদি সময়মত সহজলভ্য করা অথবা পরামর্শ দেবেন।
৯. CIG -এর নির্বাহী কমিটির সভায় প্রযুক্তি বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য CEAL সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাবেন, ইত্যাদি।
১০. নির্বাহী কমিটি মাসে কমপক্ষে একবার অথবা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়মিতভাবে CIG-এর সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া।

CIG -এর সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা :

CIG -এর সঞ্চয় কার্যক্রম :

CIG-কে একটি কার্যকরী সংগঠন হিসেবে টিকে থাকতে হলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, এর জন্য প্রয়োজন CIG-এর নিজস্ব তহবিল। CIG সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে এই তহবিল গঠিত হতে পারে। নির্বাহী কমিটি CIG সদস্যদেরকে মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং স্থানীয় যে কোন একটি তফসিলি ব্যাংকে CIGএর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ জমা করবে। সে সঙ্গে সদস্যদের মাসিক সঞ্চয় এর টাকা একটি পৃথক রেজিস্টারে রেকর্ডভুক্তি করে হিসাব সংরক্ষণ করবে। CIG সদস্যগণ মাসিক সঞ্চয়ের হার বা পরিমাণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিবেন। উক্ত তহবিলের মাধ্যমে CIG সদস্যগণ ব্যক্তিগত বা সংগঠনগতভাবে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে পারে। নির্বাহী কমিটি CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ ও মজুদ অর্থ ব্যবহারে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এ জন্য-

১. সঞ্চয়ের জন্য প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত পাশবই এবং CIG -এর জন্য একটি রেজিস্টার খুলতে হবে। রেজিস্টারটি CIG -এর কোষাধ্যক্ষ সংরক্ষণ করবে।
২. যে কোন তফসিলি ব্যাংকে CIG -এর নামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে।
৩. CIG -এর সভাপতি, সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ-এর যৌথ নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে, তবে যে কোন দুইজনের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে, যেখানে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।
৪. বার্ষিক সাধারণ সভায় CIG -এর আয়-ব্যয় সম্পদ ও দায়ের হিসাব প্রস্তুতপূর্বক উপস্থাপন করতে হবে।
৫. CIG সমষ্টিগত স্বার্থে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।
৬. CIG হিসাব সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মকাণ্ডের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।
৭. সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত তহবিল ব্যক্তিগত বা সংগঠনগতভাবে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে পারবে।
৮. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
৯. প্রকল্প থেকে ম্যাচিং গ্র্যান্ট সুবিধা নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করবে ইত্যাদি।

১০. সিআইজি সঞ্চয় কার্যক্রমের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রতিটি সিআইজি-তে ১টি সঞ্চয় রেজিস্টার রাখতে হবে। সিআইজি সদস্য/সদস্যদের সঞ্চয়ের হিসাব রাখার জন্য রেজিস্টারে নিম্নোক্ত ছক ব্যবহার করা যেতে পারে:

ক্রমিক ইং	সদস্য/সদস্যদের	প্রারম্ভিক/পূর্বের জের	মাসের নাম:					মাসের নাম:	
			এ মাসে জমা	এ পর্যন্ত জমা	এ মাসে উত্তোলন	এ পর্যন্ত উত্তোলন	মাস শেষে ব্যালান্স	এ মাসে জমা	এ পর্যন্ত জমা
১									
২									
৩-২৯									
৩০									
	সঞ্চয়ের লাভ/ অন্যান্য প্রাপ্তি								
	মোট প্রাপ্তি								
	ব্যয়								
	অবশিষ্ট								

বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা :

সিআইজির সঞ্চিতে তহবিল বিভিন্ন উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সদস্য/সদস্যদের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যাবে। এ জন্য সিআইজি সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয় যেমন বিনিয়োগযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ, বিনিয়োগের পরিমাণ, ব্যবহারের শর্তাবলী, বিতরণকৃত অর্থ ফেরতের সিডিউল ইত্যাদি সভার কার্যবিবরণীতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। প্রতিটি বিনিয়োগের আলাদা আলাদাভাবে হিসাব রাখতে হবে।

ফেম সেশন

পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা সেশনে যা আলোচনা করা হবে :

পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা

১. পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড থেকে পরিবেশ ও সমাজকে রক্ষা করা, অর্থাৎ প্রাণিসম্পদ এর সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের ফলে যাতে পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বিরূপ প্রভাব না ঘটে সে দিকে সচেতন থাকতে হবে।
২. তাই অত্র প্রকল্পে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রমে পরিবেশ ও সামাজিক বিরূপ প্রভাব হয় এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।
৩. প্রাণিসম্পদ সিআইজি মাইক্রোপ্ল্যান প্রণয়নের সময় যাতে জীব বৈচিত্র্য হারিয়ে না যায় বা পরিবেশ দূষণের ফলে প্রাণির স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা নিতে হবে। এ জন্য পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে সিআইজি ও সিল সদস্যদের-কে উদ্বুদ্ধ পূর্বক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. প্রাণির দেহে বিভিন্ন পথে রোগে-জীবনু প্রবেশ করতে পারে, যেমন- মুখ, নাক, পায়ুপথ, দুধের বাট, চামড়ার ক্ষতস্থান, চোখ, ইত্যাদি। সাধারণত পরিবেশ সুরক্ষা না থাকলে এ সকল পথে রোগে-জীবনু সহজেই প্রবেশ করতে পারে। যেমনপরিবেশে বাতাস/পানি দূষিত থাকলে, রোগাক্রান্ত/মৃত প্রাণির যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়ে চলাচল/স্থানান্তর করা হলে, প্রাণির পরিচর্যাকারী কোন রোগাক্রান্ত প্রাণির সংস্পর্শে এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিয়ে সুস্থ প্রাণির পরিচর্যা করলে, প্রাণিকে পঁচা/বাসি খাদ্য সরবরাহ করা হলে, হাট/বজারে অসুস্থ প্রাণি নিয়ে আসলে, ইত্যাদি। তাই পরিবেশ সুরক্ষায় এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
৫. প্রাণির রোগ মুক্তি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মৃত প্রাণি যত্রতত্র মাঠে ময়দানে বা ঝোপঝাড়ের ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।
৬. বাজার/অন্য কোনভাবে ক্রয়কৃত প্রাণিকে বাড়িতে/খামারে এনে সরাসরি অন্য প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে না। প্রয়োজন বোধে উক্ত প্রাণিকে ৭-২১ দিন পর্যন্ত পৃথকভাবে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যদি নতুন প্রাণির মধ্যে রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ না প্রায়, তখন বুঝতে হবে বাড়ির/খামারের অন্যান্য প্রাণির সাথে এই প্রাণিকে একত্রে পালতে কোন সমস্যা নাই।
৭. প্রাণিকে সময়মত টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজের খামারের প্রাণিকে টিকা প্রদানের সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী বাড়ি/খামারের প্রাণিকেও ঠিক একই প্রকারের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. পোলট্রির সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কল্পে জীবনিরাপত্তায় নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে :
 - অসুস্থ প্রাণিকে পৃথকী করণ।
 - খামারে অভ্যন্তরে বহিরাগতদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণকরণ।
 - একটি সেডে একই বয়সের ব্রীড এর হাঁস/মুরগী পালন।
 - স্বাস্থ্যবিধান (Sanitation) পদ্ধতি যথাযথভাবে পালন।
৯. প্রাণির বাসস্থান/খামার/আঙ্গিনা দৈনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
১০. প্রাণিকে প্রত্যহ পরিষ্কার পানি, টাটকা খাদ্য খাওয়াতে হবে।
১১. প্রাণির খাবার পাত্র ও পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
১২. আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় প্রাণিকে আর্সেনিক মুক্ত পানি খাওয়ানোর বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
১৩. প্রাণির উৎপাদিত পণ্য যেমন দুধ/মাৎশ/ডিম এর গুণগত মান রক্ষায় সচেতন থাকতে হবে।
১৪. প্রাণির খাদ্য উপাদান ভেজালমুক্ত ও গুণগত মান হতে হবে।
১৫. প্রাণিকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
১৬. প্রাণির খামার স্থাপনে লোকালয়/মানুষের বাসস্থান থেকে একটু দূরে করতে হবে।
১৭. অতিরিক্ত শীত/গরম ও খড়া/বন্যা/প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রাণি স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। এ সময়ে ঘাস চাষ কম হয় এবং প্রাণির খাদ্য অপ্রতুল/দুস্থাপ্য থাকে। অনেকে এ সময়ে প্রাণি বিক্রি করে পরবর্তীতে সামাজিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাই এ দিক বিবেচনায় রেখে অগাম প্রস্তুতি হিসাবে সময়পোয়ুগী দ্রুত বর্ধনশীল ঘাস চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে।
১৮. সম্প্রসারণ কার্যক্রমে মহিলা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বার্থ/সুবিধা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
১৯. পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজি সদস্যদের সভায় উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়মিত আলোচনা করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং পার্শ্ববর্তী নন-সিআইজি সদস্যদেরও বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে জানাতে হবে।

২০. পরিবেশে বায়ু দূষণ কমানোর জন্য প্রাণির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সিআইজি/সিল/এডপটরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মুরগীর খামারে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা হল সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ যা অবশ্যই রোগ জীবানুর বিস্তারের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে। রোগবালাই থেকে মুক্ত রাখতে সকল ব্যবস্থা সমূহকে নিশ্চিতকরণ এর নাম জীবনিরাপত্তা। একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে এমনভাবে পোল্ট্রিফার্ম তৈরি করতে হবে, যাতে সেখানে কোন রোগ বালাই এর জীবানু ঢুকতে না পারে। ফলে খামারিরা লাভবান হতে পারবেন।

মুরগীর রোগবালাই এর মূল কারণ হচ্ছে :

- ভাইরাস (এভিয়ান ইনফ্লুয়েনজা, রানীক্ষেত, ইত্যাদি)
- ব্যাক্টেরিয়া (ফাওল কলেরা, সালমোনেলা, ইত্যাদি)
- ফাংগাস (এসপারজিলোসিস, মোন্ড, ইত্যাদি)
- প্রোটোজোয়া এবং প্যারাসাইট (ককসিডিওসিস, কুমি)

এই রোগগুলো যদি খামারে ঢুকতে না পারে তাহলে মুরগির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়া যাবে।

রোগ-বালাই ছড়ানোর পদ্ধতি :

নিম্নলিখিতভাবে রোগ ছড়াতে পারে :

- ❖ সরাসরি ছড়ানো
- ❖ মুরগি থেকে মুরগি
- ❖ হাঁস থেকে মুরগি
- ❖ শুকর থেকে মুরগি
- ❖ হাঁদুর থেকে মুরগি
- ❖ বন্যপাখি থেকে মুরগি
- ❖ কুকুর-বিড়াল থেকে মুরগি, ইত্যাদি

মানসম্পন্ন খাদ্য ও পানি :

প্রস্তুতকৃত খাদ্য যেন গুণগত মান সম্পন্ন হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খাদ্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভালভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ করলে খাদ্যে মাইকোটক্সিন উৎপন্ন হতে পারে। সেই সাথে অন্যান্য জীবানু যেমন সালমোনেলা, ইকলাই, ককসিডিয়া ইত্যাদির সংক্রমণ হতে পারে। খাদ্য ও পানির পাত্র যেন মুরগীর পায়খানা দ্বারা দূষিত না হতে পারে তার জন্য মুরগীর উচ্চতা অনুযায়ী উপরের দিক থেকে পাত্র ঝুলিয়ে দিতে হবে। খাদ্য ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ :

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পোল্ট্রি উৎপাদন ও রোগ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কঠিন ও ব্যয়বহুল নয়। নিচের বিষয়গুলো মেনে চললে সহজেই স্বাস্থ্যকরভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

- ১। নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ : মুরগীর খামারের শ্রমিকরা প্রতিদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং হাত পা জীবানুমুক্ত করে শেডে প্রবেশ করবে। প্রথমে অসুস্থ ও মরা মুরগী দ্রুত সরিয়ে ফেলবে এবং নিয়মিত মুরগীর বিষ্ঠা পরিষ্কার করবে।
- ২। অঘাচিত প্রাণি : খাদ্য এবং অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি হাঁদুর, বিড়াল, ছুঁচো ইত্যাদি প্রাণির বসবাসের জন্য খুবই সহায়ক। এরা নিজেরা বিভিন্ন রোগের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং মল মূত্রাদির মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে।
- ৩। পোকাকামড় নিয়ন্ত্রণঃ পোকা কামড় রোগের উৎস ও পরজীবি বা অন্য রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। এক ব্যাচ শেষ করার পর খামারের সকল আবর্জনা, মাকড়সার ঝুল একত্রে করে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে অথবা কম্পোষ্টিং পিটে ফেলতে হবে। সকল যন্ত্রপাতি ও ঘর ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধোয়ার পর জীবানু নাশক দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- ৪। হিংস্র জন্তু ও অন্যান্য পাখি নিয়ন্ত্রণ : এরা বিভিন্ন সংক্রামক ও পরজীবি জনিত রোগের জীবানু বহন করে। মৃত মুরগী যত্রতত্র ফেলে রাখলে সেগুলো খাওয়ার জন্য খামারে কাক বা বন্য পাখি, বন বিড়াল, শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি আসতে পারে। খামারের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে এবং বন্য পাখি নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যিক।
- ৫। মৃত মুরগী সৎকার : মৃত মুরগীর দেহাবশেষ নিজেই রোগের উৎসে পরিণত হয় যা খামারের অন্যান্য মুরগীতে এবং আশেপাশের খামারের সংক্রমণের উৎস হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৃত মুরগীর সৎকার করা যায়। যেমনঃ (ক) পোড়ানোঃ সংক্রামক জীবানুকে ধ্বংস করার সর্বোত্তম পদ্ধতি বাণিজ্যিকভাবে ধোঁয়াবিহীন, দুগ্ধবিহীন পোড়ানোর চুলি বাজারে সহজলভ্য। (খ) গভীর গর্তে পুঁতে ফেলাঃ পরিবেশ আইন মেনে বড় গর্ত করে আবর্জনা গভীর গর্তে পুঁতে ফেলাই উত্তম। এতে শিয়াল, কুকুর জাতীয় প্রাণী বর্জ্যের নাগাল পাবে না। সাধারণ বর্জ্যের জন্য ছোট গর্ত করে বিভিন্ন বর্জ্য নিষ্কাশন করা যায়।
- ৬। পৃথকীকরণ : অনুজীবের বিস্তার পৃথকীকরণের মাধ্যমে ঠেকানো সম্ভব। রুগ্ন বা আক্রান্ত মুরগীকে স্বাস্থ্যবান নিরোগ মুরগী থেকে পৃথক করে রাখা উচিত এবং নিরোগ মুরগীকে পরিচর্যার জন্য ভিন্ন শ্রমিক নিয়োগ করা উচিত। সবচেয়ে ভাল হয় রুগ্ন মুরগীকে বর্জ্য হিসেবে সৎকার করে ফেলা, কারণ এই সব রুগ্ন মুরগী আরোগ্য লাভ করলেও দীর্ঘ সময় ধরে জীবানুবাহক হিসেবে কাজ করতে পারে।
- ৮। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা : ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার এবং খামারের মালিকগণকে পরিচ্ছন্নতা নিয়মাবলী অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। খামারে দর্শনার্থী প্রবেশ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে যদি কোন দর্শনার্থী মুরগীর শেডে প্রবেশ করতে চায় তবে জুতা পরে জীবানুনাশক দ্রবণে হাত পা ধুয়ে খামারে প্রবেশ করতে হবে।
- ৯। টিকা প্রয়োগ : মুরগীকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষার জন্য টিকা দেওয়া অত্যাবশ্যিক। কিছু রোগ সঠিক সময়ে গুণগত মান সম্পন্ন টিকা প্রদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

পরিবেশ সুরক্ষায় খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা :

১. গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি ইত্যাদির সরবরাহকৃত খাদ্যের ৫০-৬০% মল ও মূত্র হিসাবে বেরিয়ে আসে যা আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে নষ্ট বা অপচয় হওয়ার কারণে পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটে।

২. খামার ব্যবস্থাপনায় গবাদিপ্রাণিকে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করায় রুমেথ থেকে মিথেন উৎপাদন প্রায় ৩০% হ্রাস পায় ও পরিবেশ সুরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
৩. প্রাণির রোগ মুক্তি ও পরিবেশ সুরক্ষায় মৃত প্রাণির চামড়া ছাড়ানো যাবে না। মৃত পশু-পাখী যত্রতত্র মাঠে ময়দানে বা ঝোপঝাড়েরে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।
৪. প্রাণিকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে।
৫. পরিবেশ সুরক্ষায় গোবর/বিষ্ঠা, মূত্র, প্রাণি খাদ্যের উচ্ছিষ্ট ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ যথাযথভাবে ও সময়মত অপসারণ করলে পরিবেশ সুরক্ষিত হবে। একাজে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করা যেতে পারে।
৬. গোবর/বিষ্ঠা থেকে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা হলে একদিকে পরিবেশে দূর্গন্ধ দূর হয় ও অন্যদিকে উৎপাদিত কম্পোস্ট সার কৃষিতে ব্যবহার করায় কৃষির উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।
৭. বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী উৎপাদন হওয়ায় দূষণমুক্ত বায়ু ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নত মানের জৈব সার উৎপাদন হয়। তাই বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সামাজিক নিরাপত্তায় অবদান রাখছে।
৮. বর্জ্য সঠিকভাবে কম্পোস্ট করা হলে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস মারা যায় ও প্রাণির রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়।
৯. খড় এর সাথে মোলাসেস মিশিয়ে গো/মহিষকে খাওয়ালে গো/মহিষ থেকে ৩০-৩৫% মিথেন গ্যাস উৎপাদন কমে আসবে এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

কম্পোস্টিং এর মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ

কম্পোস্ট ও কম্পোস্টিং প্রক্রিয়া

- ❖ কম্পোস্ট হচ্ছে পচা জৈব উপকরণের এমন একটি মিশ্রণ যা উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে অনুজীব কর্তৃক প্রক্রিয়াজাত হয়ে উদ্ভিদের সরাসরি গ্রহন উপযোগী পুষ্টি উপকরণ সরবরাহ করে।
- ❖ কম্পোস্টিং বা পচানো হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি জৈবপচন প্রক্রিয়া, যা জৈব পদার্থকে স্থিতিশীল দ্রব্যে রূপান্তর করে।
- ❖ যে সকল অনুজীব পচনশীল পদার্থকে তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে, সে সকল অনুজীবের উপর এ প্রক্রিয়া নির্ভরশীল।
- ❖ কম্পোস্টিং প্রক্রিয়ায় বর্জ্যের গন্ধ ও অন্যান্য বিরক্তিকর সমস্যা সম্বলিত পদার্থকে স্থিতিশীল গন্ধ ও রোগ জীবানু, মাছি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের প্রজননের অনপযোগী পদার্থে রূপান্তরিত করে।
- ❖ এই প্রক্রিয়াটি চলার সময় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরিত্যক্ত বর্জ্যে প্রক্রিয়ার ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে রোগ জীবানু ধ্বংস হয়ে যায়।
- ❖ মুরগির বিষ্ঠা ও আবর্জনার প্রকারভেদে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত হওয়ার সময় ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে কম্পোস্ট সার হিসাবে তখনই উপযুক্ত হবে যখন তার রং গাঢ় বাদামী হবে, তাপ কমে আসবে এবং একটা পঁচা গন্ধ বের হবে।
- ❖ কম্পোস্ট তৈরীর জন্য খামারের একপাশে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে স্থানটি চারদিকে নির্দিষ্ট মাপের (দৈর্ঘ্য ৮ ফুট, প্রস্থ ৫ ফুট ও গভীরতা ৫ ফুট) ইট দিয়ে ঘিরে একটি পিট তৈরী করতে হবে। জৈব বর্জ্যের মিশ্রণ খড়, মুরগীর দেহাবশেষ, বিষ্ঠা ও পানির অনুপাত হবে যথাক্রমে ১ : ১ : ১.৫ : ০.৫। প্রতি স্তরে তিন ভাগ পানি যোগ করতে হবে। উক্ত অনুপাত ঠিক রেখে মিশ্রণটি তৈরী হলে দ্রুত এবং গন্ধহীনভাবে বর্জ্য কম্পোস্টিং হবে। কম্পোস্টিং প্রক্রিয়া ১৪ দিনের মধ্যে সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে।

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ সমাপনি অনুষ্ঠান

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন, সারা দিন প্রশিক্ষণের সার সংক্ষেপ আলোচনা ও সমাপ্তিকরণ :

- প্রশিক্ষণ সংগঠক প্রশিক্ষণ সমাপ্তি অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।
- তিনি প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে ২/৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে তাঁদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য আহ্বান জানাবেন।
- এ সময় প্রশিক্ষণার্থীগণ খোলামেলাভাবে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করবেন এবং প্রশিক্ষণ থেকে তাঁদের প্রাপ্ত জ্ঞান খামার পরিচালনায় বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোকপাত করবেন।
- পরিশেষে প্রশিক্ষণ সংগঠক এক দিন প্রশিক্ষণের সার সংক্ষেপ আলোচনা করবেন এবং সিআইজি সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ নিজ খামারে কাজে লাগিয়ে প্রাণির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।